22

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 26 NOV 1998 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

ঠাকুরগাঁয় ছাত্রী উপ-বৃত্তির টাকা আত্মসাতের ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন

॥ আখতার হোসেন রাজা ॥

ঠাকুরগাঁ, ২৫শে নভেম্বর।- ঠাকুরগাঁ শহরের সি,এম আয়ুব উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী উপ-বৃত্তির টাকা আত্মসাৎ ঘটনা ফাঁস হওয়ার পর স্কুল পরিচালনা কমিটির সভাপতি ঠাকুরগাঁয়ের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এ, কে, এম মতুর্জার নেতৃত্বে ৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি তাৎক্ষণিকভাবে গঠন করা হয়।

স্কুল পরিচালনা কমিটির সহ-সভাপতি আবদুল মুত্তালেব চৌধুরী ওরফে মন্টু চৌধুরীকে আহ্বায়ক করে ৫ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি দীর্ঘ এক মাস ধরে স্কুলের কাগজপত্র, স্থানীয় জনতা ব্যাংক এবং ঝরে পড়া ছাত্রীদের সঙ্গে পৃথকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে উপ-বৃত্তির টাকা ভুয়া ভাউচারের মাধ্যমে উত্তোলন করা হয়েছে বলে ৫ পৃষ্ঠার একটি লিখিত রিপোর্ট স্কুল পরিচালনা কমিটির সভাপতির কাছে পেশ করা হয়েছে।

"ঠাকুরগাঁ উপ-বৃত্তির টাকা আত্মসাৎ, বিচার দাবি" শিরোনামে গত ২৮শে সেপ্টেম্বর "সংবাদ"-এ একটি তথ্যপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে স্কুল কর্তৃপক্ষের টনক নড়ে এবং কর্তৃপক্ষ তদন্তের কাজে হাত দেন।

তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, সি,এম আয়ুব উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ বজলুর রহমান ও ঠাকুরগাঁ জনতা ব্যাংক ম্যানেজার জালালউদ্দিন আহাম্মদ যোগসাজশ করে ভুয়া ছাত্রীদের নামে ভাউচার তৈরি করে শুধু ছাত্রী উপ-বৃত্তির টাকই আত্মসাৎ করে ক্ষান্ত থাকেননি। উভয়ে মিলে সরকারের তহবিল থেকে ভুয়া ঝরে পড়া ছাত্রীদের নামতালিকা প্রস্তুত করে হাজার হাজার টাকার টিউশন ফিও উত্তোলন করেছেন। যা প্রকল্পের দৃষ্টিতে গুরুতর অপরাধ বলে উল্লেখ করা হয়।

তদন্ত রিপোর্টে সুস্পষ্টভাবে আরও প্রমাণ করা হয়েছে যে, ১৪৪ জন ঝরে পড়া ছাত্রীর নমে ভুয়া কাগজপত্র দাখিল করে উপবৃত্তির টাকার সঙ্গে টিউশন ফি উত্তোলন করে পুরো টাকাই হজম করা হয়েছে।

অপর একটি তথ্যে দেখা যায় যে, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গত ৪-৪-৯৭ তারিখে দ্বিতীয় কিস্তির জন্য ৯৩০ জন ছাত্রীর উপ-বৃত্তির টাকা উত্তোলন করেছেন। সঙ্গে টিউশন ফি বাবদ ১ লাখ ৩২০ টাকা উত্তোলন করেছেন। অথচ এখানে স্কুলের শ্রেণী শিক্ষকদের প্রদত্ত তালিকা অনুযায়ী মাত্র ৮০১ জন ছাত্রী ছিল এবং এই সংখ্যক ছাত্রীর বিপরীতে টিউশন ফি দাঁড়ায় ৮৮ হাজার ৫৯০ টাকা।